চতুর্থ অধ্যায়

বাল্মীকি - মাধব কন্দলী - কৃত্তিবাসের সাদৃশ্যাদি বিচার

চতুর্থ অধ্যায়

বাল্মীকি - মাধব কন্দলী - কৃত্তিবাসের সাদৃশ্যাদি বিচার

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে মাধব কন্দলী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও চরিত্রাদি বিচার প্রসঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনা করা হয়েছে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতাদি সহ। এই অধ্যায়ে বিষয় বা কাহিনী ভিত্তিক আলোচনার সেই সূত্রে প্রধান ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করা হল। স্মরণীয় যে কন্দলী আদি ও উত্তর কাণ্ড যথাক্রমে মাধব দেব ও শঙ্কর দেবের রচনা।

বাল্মীকি রামায়ণে রাজা দশরথের দুটি যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি। দশরথ সন্তান কামনায় বহু তপোনুষ্ঠান করেন কিন্তু বিফল হন। তারপর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সঙ্কল্প করেন। এ সময়ে সুমন্ত্র তাঁকে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী বলেন আর দশরথ লোমপাদের রাজ্যে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আমন্ত্রণ করেন। সে যাগ সমাপ্ত হওয়ার পর ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্র কামনার কথা জানালে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আরম্ভ করেন। সে যজ্ঞের অগ্নি থেকে এক তেজোময় পুরুষ আবির্ভূত হয়ে রাজাকে পায়সপূর্ণ পাত্র দান করেন। রাজা দশরথ সেই পায়স তিন রাণীকে দেন ও তিন রাণী সন্তানসম্ভবা হন। এখানে নারায়ণের চারি অংশে জন্মের বৃত্তান্ত আছে।

কন্দলীর রামায়ণেও এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তাতে রাজা দশরথ অন্ধক মুনির অভিশাপের কথা বশিষ্ঠের কাছে ব্যক্ত করেছেন। আর বশিষ্ঠ দশরথকে তাঁর কন্যা শান্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য অংশ বাল্মীকির অনুরূপ।

কৃত্তিবাসে — অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুবধের বর্ণনায় আছে অন্ধকমুনি রাজা দশরথকে একটি শ্রীফল দিয়ে তা চরুতে সমর্পণ করার কথা বলেন। আবার নারায়ণের চারি অংশে জন্ম গ্রহণের কথাও অন্ধক মুনিই দশরথকে বলেন। এতেও শান্তা দশরথ কন্যা বলে বর্ণিত হয়েছে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অগ্নিতে নারায়ণের আকৃতির চরু ওঠে তাতে অন্ধকের দেওয়া ফলটি দেওয়া হয় — সেই পায়স স্বর্ণথালায় ঢেলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি

দশরথকে দেন। রাজা তা দুভাগ করে দুই রাণীকে দেন। আর কৌশল্যাও কৈকেয়ী সুমিত্রাকে তাঁদের অর্ধাংশ দান করেন। তবে পায়স ভাগের ক্ষেত্রে সুমিত্রার অংশের কথা দশরথের অগোচরে হয়েছে। সুমিত্রা ভাগ চাওয়ায় কৌশল্যা তাকে নিজের অর্ধাংশ দিয়ে তার পুত্রকে নিজ পুত্রের সঙ্গী হওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তা দেখে কৈকেয়ীও অর্ধাংশ দান করে বিনিময়ে সুমিত্রা পুত্রের দাসত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। রামায়ণে পায়সের ভাগের বিবরণ ভিন্ন। দশরথের অনুরোধে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সুমিত্রাকে পায়সের ভাগ দিয়েছেন।

কন্দলীতে যজ্ঞোত্থিত তেজোময় পুরুষ ধর্মাশৃঙ্গ মুনিকে পায়স দেওয়ার সময় নারায়ণের চারি অংশে জন্মের কথা বলেন। তাঁর কাছ থেকে জেনে দশরথ রাণীদের বলেন — দুই রাণী রাজার অনুমতি নিয়ে সুমিত্রাকে ভাগ দেন এবং কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাঁদের পুত্রের সহায় হওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ করেন সুমিত্রাকে।

রামায়ণ কাহিনীতে অবতার বাদের সূত্রপাত হয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণে বিষ্ণু চার অংশে জন্মগ্রহণের কথা শুধুমাত্র দেবতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অপর দুটি রামায়ণে দশরথ জানেন যে তাঁর গৃহে নারায়ণ জন্মগ্রহণ করবেন। এ তিন রামায়ণেই পায়স চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে তদনুসারে রামাদি চার ভাই বিষ্ণুর এক চতুর্থাংশ। কিন্তু অবতার হিসাবে রামই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

বানরাদির জন্ম — রামাদির জন্ম স্থির হওয়ার পর তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিষ্ণু অন্যান্য দেবতাদের অমিত বলশালী বানর সৃষ্টি করার নির্দেশ দেন কেননা ব্রহ্মার বরে রাবণ কেবল নরবানরের হস্তেই নিধন হওয়ার উপায় রয়েছে। তাই রামকে সাহায্য করার জন্য দেবতাগণ বানর সৃষ্টি করলেন। কন্দলীর রামায়ণে এ কাহিনী নেই। বানরগণের সঙ্গে দেবতাদের কোন সম্পর্কের কথা নেই। সুন্দরাকাণ্ডে হনুমানের জন্মকথা আছে তাতে বায়ুর কামপরবশ হওয়ার কথা আছে কিন্তু বিষ্ণুর আদেশের কথা নেই। আর নলকে বিশ্বকর্মার দেওয়া বরের উল্লেখ আছে। যাতে কোন জিনিষই নল স্পর্শ করলে জলে ডুববে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বানরদের দেবতার অংশে জন্মগ্রহণের কাহিনী আছে আদিকাণ্ডে।

রামের জন্ম — বাল্মীকি রামায়ণে রামের জন্মের সঙ্গে কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত নয়। শুধুমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে রাশিচক্রের বর্ণনা আছে। তবে রামকে বিষ্ণুর অর্ধাংশ, ভরতকে এক চতুর্থাংশ ও লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে অর্ধাংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিষ্ণু পাঁচ অংশে ভাগ হলেই উক্ত বিভাগ সম্ভব।

কন্দলীতে তিন রাণী স্বপ্নে নারায়ণ দর্শন করেন। রাজাকে এই সংবাদ দিতে তিনি নারায়ণের জন্মের কথা অনুমান করেন। এতে রামাদির জন্মের কোন তিথি বা মাসের উল্লেখ নাই। তবে রামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাবণের মাথার মণি খসে পড়ার কথা আছে, যা রাবণের দুর্ভাগ্যের সূচনাস্বরূপ। মাল্যবান রাবণকে তাঁর বধকর্তার জন্ম বলে বর্ণনা করেছেন। এতে বিষ্ণুর চার অংশের কথা থাকলেও কোন বিভাগ দেওয়া নেই।

কৃত্তিবাসে রাণী কৌশল্যা স্বপ্নে নারায়ণ দেখা দিয়ে মা বলে ডেকেছেন। এখানে রামের জন্ম চৈত্রমাসের রামনবমী তিথিতে বলা হয়েছে। রামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাবণের আসন টলে ওঠে তাঁর মুকুট শিরচ্যুত হয়। বিভীষণ তাকে বধকর্তার জন্ম সংবাদ দেন। রাবণ শুক ও সারণকে এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে পাঠানে শুক সারণ রামের নারায়ণ মূর্তি দর্শন করে তুষ্ট হয় আর রাবণের কাছ থেকে এ সংবাদ লুকিয়ে রাখে। রাবণ সমস্ত তীর্থ জলে স্নান করে অমঙ্গল দূর করেন।

রামাদির বাল্যকাল — বাল্মীকি রামায়ণে রামাদির বাল্যলীলা সম্বন্ধে কোন দীর্ঘ বিবরণ নেই। রামকে সর্বপরাক্রমী ও গুণসম্পন্ন বলা হয়েছে। আর লক্ষ্মণকে রামের দ্বিতীয় প্রাণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুগত, তেমনি শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত ছিলেন।

কন্দলীতে রামের গুণ বর্ণনার সঙ্গে দীর্ঘ শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যা হরি ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। এতেও রামের অনুগত লক্ষ্মণ আর ভরতের শত্রুঘ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তবে তাতে পায়সের বিভাগের কথা উল্লেখ আছে।

কৃত্তিবাসে রামের বাল্যলীলার বর্ণনা আছে । এতেও চার ভাইয়ের সৌহার্দের কথা বলতে গিয়ে চরু বিভাগের উল্লেখ আছে । তবে দশরথ অ-ধমুনির অভিশাপের কথা গৌরবের বলে উল্লেখ করেছেন ।

রামজীবনের উন্মেষ — রামের বাল্যলীলায় মারীচের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আর ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র রেখে যাওয়া অমৃতপূর্ণ ঘৃণান খাওয়ার কথাও এ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যা অন্য দুটি রামায়ণে নেই ।

গুহক বৃত্তান্ত — বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কান্ডে গুহককে রামের সখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।

কৃত্তিবাসে গুহকের সঙ্গে রামের সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । দশরথ একদিন পুত্রদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় গুহক চন্ডাল তাঁর পথ রোধ করে রামকে দেখতে চায় । দশরথ রামকে রথের মধ্যে লুকিয়ে রেখে গুহককে বন্ধন করে রাখেন । গুহক তখন পায়ের সাহায্যে ধনুক ধরে বান মোচন করে । রাম এ দেখার কৌতূহলে তার সম্মুখে উপস্থিত হলে গুহক তাঁকে প্রণাম করে পূর্ব-জন্মের কথা বলে । পূর্বজন্মে গুহক ছিলেন বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব । অ-ধমুনির পুত্র সি-ধু বধের পর দশরথ পাপ স্খলনের জন্য উপায় অনুস-ধানে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে দিয়ে তিন বার রাম নাম উচ্চারণ করান । বশিষ্ঠ একথা শুনে পুত্রকে চন্ডাল হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন — কেননা এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ মুক্ত হয়, বামদেব সে নাম তিনবার জপ করিয়েছিলেন । পরে তাঁকে শাপ মুক্ত হবার উপায় বলে দেন — যে রামের জন্মের পর তাঁর দর্শনে গুহকের শাপমুক্তি হবে । এ কথা শুনে রাম গুহককে মুক্ত করে অগ্নিসাক্ষী করে মিত্রতা করেন ।

কন্দলীর রামায়ণে আবার অন্য কাহিনী পাওয়া যায় । দশরথ পুণ্যতিথিতে সপুত্র গঙ্গাস্নান করতে গেলে একই ঘাটে গুহকও স্নান করে । এতে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গুহককে বেঁধে আনান । রামকে দেখে গুহকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত মনে পড়ে যায় ; যে ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুণ গঙ্গাকে অপমান করায় গঙ্গার অভিশাপে একশত জন্ম চন্ডাল যোনিতে যাপন করে । রামের দর্শনে তার শাপ মুক্তি ঘটে । রাম তখন পিতাকে অনুরোধ করেন — তাকে মুক্ত করতে । তিনি গুহকের সঙ্গে মিত্রতা

স্থাপন করেন ।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামের গমন — বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র মুনি সুবাহু ও মারীচের অত্যাচার থেকে নিজের যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করেন । দশরথ প্রথমত: অসম্মত হলেও পরে বশিষ্ঠ মুনির পরামর্শে সম্মত হন । বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রমে যাবার পথে রামকে বলা ও অতিবলা নামে মন্ত্র দান করেন ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করলে দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্নকে মুনির সঙ্গে দেন । সরযূ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বিশ্বামিত্র আশ্রমে যাবার দুটি পথের বর্ণনা দিলেন একটি দীর্ঘ অন্যটিতে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তবে সে পথে বিপদের আশঙ্কা প্রবল । ভরত দীর্ঘ পথে যাবার প্রত্যাশী হলে বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করেন যে এ রাম নয় । তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলে দশরথ রামকে তাঁর সঙ্গে পাঠান । পথশ্রান্ত রামকে দেখে বিশ্বামিত্র তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দেন । সে মন্ত্র শুনেই লক্ষ্মণ তা শিখে নিলেন ।

কন্দলীর রামায়ণে দশরথ রামকে সঙ্গে দিতে অস্বীকার করলে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলে দশরথ রামকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি মুনির সঙ্গে যেতে প্রস্তুত কিনা । রাম সানন্দে মুনির সঙ্গী হতে রাজী হলেন । লক্ষ্মণ রামকে অনুরোধ করেন তাঁকে সঙ্গী করার ; এ কথা শুনে দশরথ লক্ষ্মণকে রামের সঙ্গী হওয়ার অনুজ্ঞা দেন । বিশ্বামিত্র যাত্রা পথে সরযূর তীরে দুই ভাইকে মহামন্ত্র দীক্ষা দেন ।

রামাদির বিবাহ — বাল্মীকিতে অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় জনকের যজ্ঞে যোগ দিতে যান । সেখানে তিনি জনককে শিবের ধনু দেখাতে অনুরোধ করেন । জনক বলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ দেবরাত দেবতাদের কাছ থেকে এই ধনু পেয়েছিলেন । অতঃপর জনক হল চালনা কালে এক কন্যা প্রাপ্ত হন ; সেই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি পণ করেন যে, যে এই ধনুকে জ্যা আরোপ করতে পারবে — তিনি এই কন্যা লাভ করবেন । এই পণে অসন্তুষ্ট রাজাগণ ধনু উত্তোলন করতে অসমর্থ হয়ে জনকের দুর্গ অবরোধ করেন । এক বৎসর অতীত হলে

জনকের তপস্যায় সন্তুষ্ট দেবগণ জনককে এক চতুরঙ্গ সেনা দান করেন আপনাকে রক্ষা করার জন্য। বিশ্বামিত্রের আদেশে জনক রাম ও লক্ষ্মণকে সেই ধনুক প্রদর্শন করেন। রাম বিশ্বামিত্রাদির সম্মতি ক্রমে সে ধনুক উঠিয়ে তাতে জ্যা আরোপ করে টঙ্কার দেন – সে টঙ্কারে হরধনু ভগ্ন হয়। জনক সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করার বাসনা ব্যক্ত করেন।

এইরূপে রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্ম্মিলার, ভরত ও শত্রুঘ্নর সহিত যথাক্রমে মান্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হয়।

কৃত্তিবাসের কাহিনী অন্যরূপ। তিন কোটি রাক্ষস বধের পর বিশ্বামিত্র রামকে সীতার স্বয়ম্বরের ও জনকের ধনুর্ভাঙ্গা পণের কথা বলেন। যাহোক হরধনু ভঙ্গ করার পর তাঁকে সীতা বিবাহের প্রস্তাব জানালে রাম বিশ্বামিত্রকে বলেন, যে যে রাজা চারভাইকে চারকন্যা দান করবেন তিনি সেখানেই বিবাহ করবেন। একথা জেনে জনক চিন্তিত হলে তাঁর ম-ত্রী শতানন্দ এর বিহিত করেন এবং জনকও তাঁর প্রস্তাব চার কন্যার সঙ্গে রামাদি চার ভ্রাতার বিয়ে হয়। কৃত্তিবাসের মত ধনুক জনক শিবের কাছ থেকে পেয়েছেন পরশুরামের মাধ্যমে। দেবতারা রামের সঙ্গে সীতার বিবাহের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করেন - রাবণও এই ধনুকে গুণ পরাবার চেষ্টায় বিফল হন।

ক-দলীতে অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় যান। জনক ধনুক সম্বন্ধে জানান যে শিব একদিন মৃগ বধ করার পর ধনুকখানা জনকের দ্বারে ছেড়ে যান। এই দেখে জনক ধনুকে যে গুণ দিতে পারবে তাকে কন্যা দেবার পণ করেন। সেই মত স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়। নৃপতিবর্গ মিথিলায় মিলিত হন। রাম ধনুভঙ্গ করার পর সীতা তাঁকে বরমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপরে চারি ভ্রাতার যথাক্রমে চারি ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

সীতার পূর্বরাগ -- সীতার পূর্বরাগের কথা বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্য দুই রামায়ণে তার উল্লেখ আছে। কন্দলীতে সুয়ম্বর সভায় যাওয়ার সময় সীতা রামকে দেখেন এবং পূর্বরাগ জন্মে। তিনি পিতার অঙ্গীকার ছিন্ন করেও রামকে বরণ করায় আগ্রহী ছিলেন।

কৃত্তিবাসে সীতা এই সময় রামকে দেখে সমস্ত দেবদেবীর কাছে রামকে পতিরূপে পাওয়ার প্রার্থনা করেন -- এবং দৈববাণী হয় যে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে।

অন্ধক উপাখ্যান -- বাল্মীকি রামায়ণে রামের বনযাত্রার পর দশরথ নিজের মৃত্যু প্রসঙ্গে সিন্ধুবধ ও অন্ধকমুনির অভিশাপের কথা কৌশল্যাকে বলেন।

কন্দলী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামাদির জন্মের সঙ্গে এ উপাখ্যান যুক্ত।

ভরতের রাম সকাশে যাত্রা ও পাদুকা প্রসঙ্গ -- বাল্মীকিতে দশরথের মৃত্যুর পর রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরত পাত্র-মিত্র মন্ত্রী ও মাতাদের নিয়ে চিত্রকূট যান। সেখানে নানা বিতর্ক হয়। রাম পিতৃসত্য রক্ষার্থে দৃঢ় ব্রতী হওয়ায় ভরত রামের কনকথচিত পাদুকা গ্রহণ করে রামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য পরিচালনা করার অঙ্গীকার করেন। রামও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন।

কন্দলীতেও ভরত মাতাদির সঙ্গে চিত্রকূট গেছেন এবং রামের কনক পাদুকা নিয়ে এসেছেন। আর পাদুকা গ্রহণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপিত।

লক্ষ্মণের সংযম -- লক্ষ্মণের সংযমের কথা বাল্মীকি বা কন্দলীর রামায়ণে নেই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর কান্ডে লক্ষ্মণের ১৪ বৎসরের সংযমের কথা আছে। তিনি বিশ্বামিত্রের দেওয়া বলা ও অতিবলা মন্ত্রের সাহায্যে বিনা আহার নিদ্রায় দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

লক্ষ্মণ রেখা বা গন্ডী — বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতার কুটীরের দ্বারে লক্ষ্মণের টানা কোন গন্ডীর উল্লেখ নেই। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই রেখার কথা উল্লেখ আছে। সীতা হরণের আগে মারীচ রামের গলার স্বর নকল করে আর্তনাদ করলে সীতা লক্ষ্মণকে রামের রক্ষার জন্য যেতে বলেন। প্রত্যয়ের সঙ্গে সীতাকে রাম সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেন লক্ষ্মণ। সীতা লক্ষ্মণকে তিরস্কার করলে লক্ষ্মণ কুটিরের দ্বারে একটি রেখা টেনে সীতাকে সেই রেখার বাইরে যেতে বারণ করে রামের সন্ধানে যান।

জটায়ু — বাল্মীকির রামায়ণ সীতা হরণের সময় বাধা দিতে অগ্রসর জটায়ুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। রাবণের অশ্ব, রথ, সারথি ও ছত্র ছিন্ন করার পর পরিশ্রান্ত জটায়ুর পক্ষচ্ছেদন করে রাবণ সীতাকে হরণ করে। আহত জটায়ু রামকে সীতার সংবাদ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কৃত্তিবাসে-ও অনুরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তবে তার পূর্বে দশরথের শনির দৃষ্টি ও জটায়ুর সঙ্গে বন্ধুত্বের বিবরণ আছে।

সপ্তশাল ভেদ — বাল্মীকি রামায়ণে আছে রাম বালি বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্য দেবার অঙ্গীকার করেন। তখন সুগ্রীব রামকে বালির শক্তির বর্ণনা করে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সংশয় নিরসনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তখন সুগ্রীব সাতটি শালগাছ দেখিয়ে বলেন রাম যদি একটি বাণে সপ্ত শাল ভেদ করতে পারেন আর দুন্দুভির অস্থি দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন তবে নিঃসংশয় হবেন সুগ্রীব। রাম অবলীলায় দুন্দুভির কঙ্কাল অঙ্গুষ্ঠের আঘাতে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করেন ও সপ্তশাল বৃক্ষ ভেদ করেন।

কৃত্তিবাসে আছে বালি এক শরে তিনটি শাল বৃক্ষ ভেদ করতেন।

কৃত্তিবাসে আবার রাবণ ও বালির যুদ্ধের কথা আছে। যাতে বালি রাবণকে লেজে বেঁধে আহ্নিক করেন। সপ্তশাল গাছ নখের চাপে ভেদ করে। অন্যান্য বর্ণনা বাল্মীকির অনুরূপ।

তারার অভিশাপ — বাল্মীকির কাহিনীতে তারার অভিশাপের কথা নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস ও কন্দলী উভয়েই তারার শাপের বর্ণনা দিয়েছেন। যাতে বলা হয়েছে রাম সীতা উদ্ধার করতেও দীর্ঘকাল একত্রবাস করতে পারবেন না।

হনুমানের জন্মকথা — বাল্মীকির কাহিনী মতে অপ্সরা শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা বা অঞ্জনা হনুমানের মাতা। অভিশাপের ফলে তিনি বানররাজ কুঞ্জরের দুহিতা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী কেশরী। একদা বায়ু অঞ্জনার রূপ যৌবন দেখে তাঁকে আলিঙ্গন করেন এতে অঞ্জনা কুপিত হলে বায়ু তাকে বলেন যে তিনি মনে মনেই সঙ্গম করেছেন এবং তার ফলে অঞ্জনার যে পুত্র হবে সে বীর্যবান, বুদ্ধিমান, মহাপরাক্রমশালী আর বায়ুর মত বেগবান হবে। অতঃপর অঞ্জনা গুহার মধ্যে হনুমানকে প্রসব করেন। মহারণ্যে নবোদিত সূর্যকে ফল মনে করে ধরার জন্য আকাশে তিন শত যোজন লাফ দিলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করেন। বজ্রাঘাতে আহত হয়ে তিনি শৈলশিখরে পতিত হলে বাম হনু ভগ্ন হয় বলে তিনি হনুমান নামে পরিচিত। পুত্রকে প্রহৃত দেখে বায়ু ক্রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা তাঁকে বর দেন যে অস্ত্র দ্বারা হনুমানের মৃত্যু হবে না। ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাতে নিহত না হওয়ায় তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দেন।

কন্দলীতে হনুমানের মাতা অপ্সরা কুন্তীকনা। শাপবশে বানররাজ কুঞ্জরের পুত্রী ও কেশরীর স্ত্রী। অন্যান্য বিবরণ একই; তবে সূর্যকে ধরবার উদ্দেশ্যে কাছাকাছি পৌঁছে গেলে প্রচন্ড কিরণে শিখরে পড়ে হনু ভগ্ন হয়। জাম্বুবানের মুখে জন্মবৃত্তান্ত শোনার পর হনুমান আপন পিতা কেশরীর বীরত্বের কথা বলেন। কেশরী এক বার ভরদ্বাজ মুনিকে একটি হাতীর [redacted] আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন - তখন ভরদ্বাজ মুনি তাঁকে অমিত বিক্রমশালী [redacted] পুত্র হবে বলে বর দান করেন।

কৃত্তিবাসে কুঞ্জর তনয়া নামে বিদ্যাধরী বিশ্বামিত্রের শাপে বানরী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর কন্যা অঞ্জনাকে বিবাহ করে কেশরী। সূর্য্য আহরণ বৃত্তান্ত একই। তবে এখানে রাহু সূর্য্যকে গ্রস্থ হতে দেখে ইন্দ্রকে সংবাদ দেন। ইন্দ্র দ্বিতীয় রাহুকে দেখতে এলে হনুমান ঐরাবত সহ ইন্দ্রকে ধরবার জন্য ধাবিত হন; এবং ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। অন্যান্য বৃত্তান্ত কন্দলীর অনুরূপ।

রাবণ বধ — বাল্মীকিতে অগস্ত্যের উপদেশে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তিনবার আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ করে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন রাম, তিনি যতবার রাবণের মাথা কাটার চেষ্টা করেন ততবারই নতুন মাথা সৃষ্টি হয়। রাম বহু চেষ্টা করেও রাবণের দশমস্তকের ক্ষতিসাধন করতে পারলেন না। তখন মাতলি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন ব্রহ্মাস্ত্রের কথা। রাম সে বাণে রাবণের হৃদয় ভেদ করে প্রাণ হরণ করলেন।

কন্দলীতে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায় তবে অগস্ত্যের কথা সেখানে নেই। রাবণের শিব আরাধনার কথা আছে যার ফলে মাথা কাটার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মস্তক উদ্গম হয়।

কৃত্তিবাসে রাবণ যুদ্ধের আগে দেবী চন্ডিকার পূজা করেন — তাতে বৃহস্পতি চন্ডী পুঁথি পাঠ করেন। রামের আদেশে হনুমান চন্ডী অশুদ্ধ করায় দেবী রণস্থল ছেড়ে চলে যান। তারপর হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে গিয়ে মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করে আনে। বিভীষণ রামকে বলেন শঙ্করের বরের কথা যার ফলে হাত পা বা মাথা কেটে ফেললেও তা নতুন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নাভিমূলে আঘাত করলেই রাবণের মৃত্যু হবে। রাম এইভাবেই রাবণ বধ করেন।

সীতার অগ্নি পরীক্ষা — রাবণ বধের পর রামের আদেশে বিভীষণ সীতাকে রাম সকাশে আনেন। রাম সীতাকে দর্শন না করেই তাকে বর্জনের কথা উচ্চারণ করেন। সীতা এই কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদ করে লক্ষ্মণকে চিতা সাজাতে নির্দেশ দেন; লক্ষ্মণ রামের সম্মতি পেয়ে চিতা নির্মাণ করেন - সীতা সেই অগ্নিতে প্রবেশ করলে স্বয়ং অগ্নি তাঁকে রামের হস্তে সমর্পণ করেন।

কন্দলীতে অনুরূপ বর্ণনাই আছে ।

কৃত্তিবাসে অনুরূপ বর্ণনা হলেও সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করার পর রামের বিলাপের কথা রয়েছে । রামের অবস্থা দেখে দেবতাগণ ও অগ্নি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করেন ।

সীতা বিসর্জন -- উত্তর কান্ডে বর্ণিত সীতা বিসর্জন মূলত রামায়ণের সমাপন ঘোষণা করে । রাম ভদ্রকের মুখে প্রজাদের মধ্যে সীতা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা শুনে সীতাকে বর্জন করার সঙ্কল্প করেন এবং লক্ষ্মণকে সে ভার অর্পণ করেন । রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে তপোবন দেখানোর ছলনায় বাল্মীকির তপোবনে রেখে আসেন ।

মাধব কন্দলীর উত্তরাকান্ড পাওয়া যায় না বা তিনি রচনা করেন নি । কাজেই সীতা বিসর্জনের প্রসঙ্গ কন্দলীতে ওঠে না ।

সীতার পরিবাদ সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের রাম প্রথম [illegible] ভদ্রের মুখে, পরে রজকের কলহে সীতার কলঙ্কের কথা শোনেন শেষে রাবণের চিত্রের পাশে সীতাকে সুপ্ত দেখেন । এই তিন ঘটনায় রাম সীতা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এবং লক্ষ্মণকে সে দায়িত্ব দেন ।

শম্বুক বধ -- উত্তর কান্ডে বর্ণিত আছে রাম রাজত্বের কালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামের কাছে আসে তাঁর কিশোর পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে । সেই ব্রাহ্মণ রামের রাজত্বে ব্রাহ্মণের অকাল মৃত্যুতে রাজাকেই দোষী করেন । রাম তাঁকে আশ্বস্ত করে এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন । তিনি নানা মুনি ঋষিকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন -- তখন নারদ তাঁকে বলেন যে তাঁর রাজ্যে কোন শূদ্র তপস্যা করছে যার ফলে এ অকাল মৃত্যু হয়েছে । রাম ব্রাহ্মণকে পুত্রের দেহ তৈলপাত্রে রাখার নির্দেশ দিয়ে শূদ্র তপস্বীর সন্ধানে নির্গত হন । তিনি এক তপস্বীকে দেখে তাঁর তপস্যার কারণ জানতে চাইলে তপস্বী নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দিয়ে সশরীরে স্বর্গবাসের আকাঙ্খার কথা বলে । এই কথা শুনে রাম খড়্গের আঘাতে তপস্বীর শিরচ্ছেদ করেন এবং ব্রাহ্মণ পুত্র পুনর্জীবন লাভ করে ।

কৃত্তিবাসেও একই বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। মাধব কন্দলীর উত্তর কান্ড নেই।

প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির তুলনামূলক বিচারে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কন্দলী ও কৃত্তিবাস দুজনেই বাল্মীকির বৃত্তান্ত থেকে বহু ক্ষেত্রে দূরে চলে এসেছেন। তবে এই দূরত্ব কন্দলী অপেক্ষা কৃত্তিবাসে সমধিক। অন্যভাবে বলা যায় কৃত্তিবাসের চেয়ে বাল্মীকির প্রতি আনুগত্য কন্দলীর বেশি। অপ্রধান ঘটনা আলোচনা করলে এ সিদ্ধান্তটি আরও স্পষ্টতর তথা দৃঢ়তর হয়।

চরিত্র সৃষ্টি পর্যায়ে দেখা যায় বাল্মীকি রামচন্দ্র মুখ্যত: নর, নরশ্রেষ্ঠ নরোত্তম। তাঁর ভগবত্তা অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। পক্ষান্তরে কন্দলী ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে শুধু ভগবত্তা দিয়ে ক্ষান্ত হন নি। ভক্তাধীন ভগবানের পরম করুণাময় ত্রাতা রূপে বর্ণনা করেছেন। একই ভক্তি আন্দোলনের বন্যায় — রামভক্তির প্লাবনে পূর্ব ভারতের দুই কবিই অবাধে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন ভাবাবেগের ভক্তি-বিশ্বাসের দিক থেকে এই দুই কবি সমধর্মা।

শুনিয়োক সভাসদ মধুর কোমল পদ
পুণ্যকথা রামর চরিত্র।
যম পন্থ নিবারণ কলিমল সংহারণ
মহারস্ম শ্রবণে অমৃত ।।

আর
শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।

এই বিশ্বাস ও শরণাগতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়?